দিনে স্কুল রাতে সন্ত্রাসীদের আখড়া!

মোহাম্মদপুর সরকারী প্রাইমারী বিদ্যালয়ের চিত্র ॥ স্কুলের মাঠ দখল করে বাড়ি নির্মাণ

হাজারীবাগ সংবাদদাতা

মোহাম্মদপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়টিতে সমস্যা পুঞ্জীভূত হয়ে আছে। স্কুলটির ক্লাস রুমের সমস্যা সম্প্রতি সমাধান হলেও অন্যান্য সমস্যা এখনও স্কুলটিকে ঘিরে আছে। দিনের চিত্র স্বাভাবিক থাকলেও স্কুল প্রাঙ্গনে রাতের চিত্র ভিন্নরূপ ধারণ করে। রাতের চিত্রের ব্যাপারে এলাকাবাসীর রয়েছে অভিযোগ। বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে স্কুল কর্তৃপক্ষ ও থানা শিক্ষা অফিসার প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। কিন্তু তাঁরা আশানুরূপ সাড়া পাননি।

১৯৬০ সালে মোহাম্মদপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রায় ৬০ শতাংশ জায়গার ওপর স্কুলটি গড়ে উঠেছে। বর্তমান স্কুলটিতে প্রায় ১১শ' ছাত্রছাত্রী অধ্যায়নরত আছে। তিন জন শিক্ষক ও ১১ জন শিক্ষিকা রয়েছেন। স্কুল ভবনে রয়েছে মোট ২২টি রুম। এর মধ্যে শ্রেণীকক্ষ হিসাবে ব্যবহার হচ্ছে ১৩টি। বাকি রুমগুলো ব্যবহার হচ্ছে অফিস, লাইব্রেরী ও টয়লেট। তবে শ্রেণী কক্ষের ব্যাপারে জানা গেছে, দীর্ঘদিন ধরে জনাকীর্ণ ভবনে ছাত্রছাত্রীরা ক্লাস করছিল। ফ্যাসিলিটিজ ডিপার্টমেন্ট নির্মিত নতুন ভবন গত ১৪ জানুয়ারি স্কুল কর্তৃপক্ষকে বুঝিয়ে দেয়া হয়। এ ব্যাপারে স্কুলের প্রধান শিক্ষক মোঃ চাঁদ মিয়া জনকণ্ঠকে জানান, নতুন ভবনটি বুঝে পাবার পর ক্লাস রুমের দুর্ভোগ কিছুটা কমেছে।

স্কুলে রাতের চিত্র ও বিভিন্ন অপরাধের কথা জানতে চাওয়া হলে তিনি জানান, স্কুল চলাকালে স্কুলের পরিবেশ ঠিক থাকে। কিন্তু রাতে স্কুল প্রাঙ্গণে কি হয় আমি কিছু জানি না।

স্থানীয় এলাকাবাসীর অভিযোগ থেকে জানা গেছে, মোহাম্মদপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়টি রাতে সন্ত্রাসীদের আখড়ায় পরিণত হয়। সরেজমিনে দেখা গেছে, স্কুলের প্রধান গেট ভাঙ্গা। স্কুল প্রাঙ্গণের পূর্ব-উত্তরে রয়েছে পুরনো ভবন। অধিকাংশ রুমের দরজা-জানালা ভাঙ্গা। এ ছাড়া স্কুল মাঠের উত্তরে কিছু জায়গা দখল করে গড়ে তোলা হয়েছে বসবাসের ঘর।

স্কুল কর্তৃপক্ষ ১৯৯৭ সালে বেসরকারীভাবে একজন স্কুল দারোয়ান নিয়োগ করে। আমির হোসেন হচ্ছে সেই নিয়োগকৃত স্কুল দারোয়ান। নিয়োগ পেয়ে সে স্কুল মাঠ দখল করে গড়ে তুলে নিজ বাড়ি। জানা গেছে, ভিন্ন অপরাধের অভিযোগের ভিত্তিতে গত ৩১ আগস্ট তাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়। কিন্তু অদৃশ্য শক্তির বলে আজও পর্যন্ত সে স্কুল মাঠ দখল করে থাকছে। এ ব্যাপারে থানা শিক্ষা অফিসার লুৎফুল হায়দার মহিউদ্দিনের (টিইও) সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি জনকণ্ঠকে জানান, এ বিষয়টি স্কুল কর্তৃপক্ষ আমাকে জানিয়েছে। আমরা এ ব্যাপারে শীঘ্রই পদক্ষেপ নিচ্ছি।

জানা গেছে, প্রতিদিন স্কুলে ছুটে আসা অভিভাবকরা প্রতিনিয়তই স্কুলের কাছাকাছি এলাকায় ছিনতাইয়ের কবলে পড়েন। এ কথা স্বীকার করলেন স্বয়ং (টিইও)। জানা গেছে, ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে আসা অভিভাবক এসব বিব্রতকর পরিস্থিতিতে পড়েন। কিন্তু আইনী ঝামেলা এড়াতে থানা পর্যন্ত বিষয়গুলো গড়ায় না। এদিকে স্কুল গেটের পাশে প্রতিদিন অসংখ্য বাস থামিয়ে রাখা হয়। পাশেই গড়ে উঠা বাসস্ট্যান্ড থেকে নষ্ট হয়ে যাওয়া বাসগুলো মেরামতের নামে দিনের পর দিন ফেলে রাখা হচ্ছে। এতে স্কুলে আগত ছাত্রছাত্রী দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। স্কুল কর্তৃপক্ষ থানা শিক্ষা অফিসারের মাধ্যমে একাধিকবার মেট্রোপলিটন পুলিশ কর্তৃপক্ষকে লিখিত আবেদন জানিয়েছে। কিন্তু এখনও আশানুরূপ ফলাফল পাওয়া যায়নি।

দৈনিক জনকণ্ঠ
3 FEB 2002